समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
एम पी ई डी ए भवन, पनंपिल्ली एवन्यू
डाक पेटी सं. 4272, कौच्ची-682036, भारत
The Marine Products Export Development Authority
(Ministry of Commerce & Industry, Govt. of India)
MPEDA House, Panampilly Avenue
P.B. No. 4272, Kochi-682 036, India
फोन Phone : 2311979, 2311901, 2311854, 2311803, 2313415, 2314468, 2315065
फैक्स Fax : 91-484-2313361
E-mail : ho@mpeda.gov.in
Website : www.mpeda.com

প্রেস রিলিজ

MPEDA-এর মাড ক্র্যাব হ্যাচারি প্রযুক্তি পেটেন্ট অধিকার গ্রহণ করেছে ২০ বছরের জন্য

- এই প্রযুক্তি বিভিন্ন অ্যাকুয়াকালচার এবং সীফুড রপ্তানি কয়েক গুণ বাড়িয়ে তুলবে: *MPEDA* চেয়ারম্যান

কোচি, ১৭ মে: ভারতের অ্যাকুয়াকালচার সেক্টরের একটি স্মরণীয় মাইলস্টোন হল MPEDA-RGCA এর মাড ক্র্যাব হ্যাচারি প্রযুক্তি। দেশের এই অনন্য প্রযুক্তিকে স্বীকৃতি দিয়ে পেটেন্ট অনুমোদন করেছে ভারত সরকারের কন্ট্রোলার জেনারেল অফ পেটেন্ট, ডিজাইন অ্যান্ড ট্রেড মার্কস। এই পেটেন্টের অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে ২০১১ থেকে ২০৩০ সাল পর্যন্ত, ২০ বছরের জন্য।

এই হ্যাচারি প্রযুক্তি গড়ে তোলা হয়েছে মাড ক্র্যাব (বৈজ্ঞানিক নাম – স্কাইলা সিরিটা) –এর জন্য। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় এই প্রজাতির কাঁকড়ার খুব চাহিদা, কারণ এখানে জ্যান্ত কাঁকড়া অতি সুস্বাদু সামুদ্রিক খাবার হিসেবে বিবেচিত হয়। এই প্রযুক্তি নির্মীত হয়েছে রাজীব গান্ধী সেন্টার ফর অ্যাকুয়াকালচার (RGCA) দ্বারা, এটি হল মেরিন প্রোডাক্টস এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (MPEDA)-এর গবেষণা এবং উন্নয়ন সংক্রান্ত শাখা।

MPEDA চেয়ারম্যান শ্রী কে এস শ্রীনিবাস বলেছেন, ভারতীয় অ্যাকুয়াকালচারের ইতিহাসে এটি একটি উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব। কারণ দেশে এই ধরনের প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এই প্রথম কেন্দ্রীয় সরকার পেটেন্টের অনুমোদন গ্রাহ্য করেছে।

শ্রী শ্রীনিবাস আরও বলেছেন, “এটি সেই চাষিদের বীজের প্রয়োজনীয়তাকে খুব ভালো ভাবে পূরণ করবে যাঁরা শুধুমাত্র চিংড়ির চাষে মনোযোগী হওয়ার পরিবর্তে অ্যাকুয়াকালচারের বিভিন্ন রকম প্রজাতির চাষে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। MPEDA এই কৃতিত্ব উৎসর্গ করছে দেশের সেই সমস্ত অ্যাকুয়াকালচার চাষিদের যাঁরা সমর্থন জুগিয়েছেন, এবং RGCA-এর সেই তরুণ বৈজ্ঞানিকদের যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই মনোবল-বর্ধনকারী পর্যায় অর্জন করতে পেরেছেন।” শ্রী শ্রীনিবাস RGCA সংস্থারও প্রেসিডেন্ট।

যেহেতু ভারতে মাড ক্র্যাবের অন্য কোনও হ্যাচারি নেই, তাই এই মাড ক্র্যাব হ্যাচারি প্রযুক্তির জন্য পেটেন্টের অধিকার চেয়ে RGCA আবেদন করেছিল কন্ট্রোলার জেনারেল অফ পেটেন্ট, ডিজাইন অ্যান্ড ট্রেড মার্কস –এর কাছে, ২০১১ সালে।

তবে, দীর্ঘ শ্রমসাধ্য প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার পরে এই পেটেন্ট অনুমোদন গ্রাহ্য করা হয়েছে। গবেষণার সাথে যুক্ত বিশ্বের বহু প্রতিষ্ঠান এই বিষয় নিয়ে বিখ্যাত বিশেষজ্ঞদের সাথে আলোচনা করেছে, যাঁরা নানাবিধ গবেষণার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন এবং তথ্য ও পরিসংখ্যান-সহ RGCA –এর বৈজ্ঞানিকদের সাথে একাধিক বার বৈঠকে বসেছেন। বেশ কিছু বিষয়ে চূড়ান্ত নির্ণয়ে পৌঁছনোর পরে, শেষ পর্যন্ত MPEDA-RGCA এর হ্যাচারি প্রযুক্তিকে ২০ বছরের জন্য পেটেন্ট প্রদান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, যা ভারতে অভূতপূর্ব একটি ঘটনা।

বিশেষ করে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে মাড ক্র্যাবের উচ্চ চাহিদার কথা মাথায় রেখে, MPEDA একটি পাইলট প্রোজেক্টের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল ২০০৪ সাল। এই প্রোজেক্টের মূল উদ্দেশ্য ছিল, মাড ক্র্যাবের বীজ (যা ক্র্যাব-ইনস্টার নামে পরিচিত) উৎপাদন করা এবং ২০১৩ সাল নাগাদ তা পর্যায়ক্রমে পরিণত হয়

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
एम पी ई डी ए भवन, पनंपिल्ली एवन्यू
डाक पेटी सं. 4272, कोच्ची-682036, भारत
The Marine Products Export Development Authority
(Ministry of Commerce & Industry, Govt. of India)
MPEDA House, Panampilly Avenue
P.B. No. 4272, Kochi-682 036, India

फोन Phone : 2311979, 2311901, 2311854, 2311803, 2313415, 2314468, 2315065
फैक्स Fax : 91-484-2313361
E-mail : ho@mpeda.gov.in
Website : www.mpeda.com

ভারতের প্রথম বাণিজ্যিক হ্যাচারি-তে, যার উৎপাদন ক্ষমতা ছিল বার্ষিক দশ লক্ষ। এর ক্রমবর্ধমান চাহিদা কারণে, RGCA–এর মাড ক্র্যাব হ্যাচারির বীজ উৎপাদনের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে বার্ষিক ১৪ লক্ষে পৌঁছে গিয়েছে।

ফিলিপিন্সে অবস্থিত আন্তর্জাতিক মানের প্রতিষ্ঠান সাউথইস্ট এশিয়ান ফিশারিজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (SEAFDEC)-এর অ্যাকুয়াকালচার ডিভিশনের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, ডঃ এমিলিয়া টি. কুইনিশিও RGCA –এর প্রতি তাঁর পরামর্শ প্রদান করার কার্যক্রম ২০১৩ সাল পর্যন্ত চালু রেখেছিলেন। তারপরই, খুব কম সময়ের মধ্যে এই প্রযুক্তিকে আরও উন্নত করে তোলেন RGCA-এর বৈজ্ঞানিকরা।

MPEDA চেয়ারম্যান বলেছেন যে, এর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হল ক্র্যাব ইনস্টারের বেঁচে থাকার হার তিন শতাংশ থেকে বাড়িয়ে সাত শতাংশে পৌঁছে দেওয়া, এবং এই কৃতিত্বের ফলে নতুন বিশ্ব রেকর্ড গড়ে তোলা। তাছাড়াও, এই বিশেষ হ্যাচারি ইউনিট এমন ভাবে নির্মাণ করা হয়েছে যাতে, এর প্রতিটি বিভাগ সম্পূর্ণ বায়ো-সিকিওরিটি সুবিধা পাওয়ার পাশাপাশি সেগুলি একই ছাদের নীচে অবস্থান করতে পারে।

RGCA-এর মূল উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন রকমের অ্যাকুয়াকালচার প্রজাতি যেমন, দেশি ভেটকি, মাড ক্র্যাব, জেনেটিক্যালি ইমপ্রুভড পার্মড তেলাপিয়া (GIFT), কোবিয়া, পোমপানো বা কালো রুপচাঁদা এবং আর্টেমিয়া ইত্যাদির বাণিজ্যিকীকরণের জন্য নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করা। এখন এই সংস্থার মূল লক্ষ্য হল, ভারতের সামুদ্রিক পণ্য রপ্তানির হার কয়েক গুণ বৃদ্ধি করা। তার জন্য মনোনিবেশ করা হয়েছে ভালো মানের বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ করার উপরে, কারণ এটিই হল অ্যাকুয়াকালচারের প্রধান শর্ত।

শ্রী শ্রীনিবাস বলেছেন, "ভারতে বিবিধ অ্যাকুয়াকালচার প্রোমোশনের প্রোজেক্ট বাস্তবায়িত করার জন্য MPEDA-RGCA এর প্রতিটি পদক্ষেপে এবং সব রকম ভাবে অবিরাম সমর্থন প্রদান করার জন্য আমি কেন্দ্রীয় সরকারের বাণিজ্য দপ্তর এবং মৎস্যচাষ দপ্তরকে, ও তার পাশাপাশি ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ (ICAR) –কে ধন্যবাদ জানাতে চাই।"

সমাপ্ত